কোটচাঁদপুর উপজেলা আ.লীগের শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দেশের উন্নয়ন অব্যহত রাখতে দেশ বিরোধীদের রুখতে হবে, রবিবার বিকেলে কোটচাঁদপুর আলামিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠের শান্তি সমাবেশে এ কথা বলেন, ঝিনাইদহ -৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য নবী নেওয়াজ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী যুব মহিলা লীগের আহ্বায়ক পিংকি খাতুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, পৌর সভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি কায়দার রহমান,বলুহর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মতিন, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আশরাফুল আলম খোকন, আজম বিশ্বাস, পৌর যুবলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান বুলবুল,ছাত্রলীগ নেতা শেখ সজিব ও ফয়সাল আহম্মেদ।

তিনি বলেন,দেশ যখন উন্নতি দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সে সময় বিএনপি জামাত ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের জ্বালাও পুড়াও, সন্ত্রাস নৈরাজ্য সৃষ্টি করে আবারও পিছনে নেবার যড়যন্ত্র করছে। আর সে যড়যনাত্র রুখতে আজ এ শান্তি সমাবেশ ও মিছিল।

পরে আলামিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে শান্তি মিছিল বের হয়। মিছিলটি কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বিশেষ বিশেষ সড়ক প্রদক্ষিন করেন। এরপর বাজার চত্বরে গিয়ে মিছিলের সমাপ্তি হয়।

আমদহ ইউপি নির্বাচনে আওয়ামী

লীগ প্রার্থী রওশন আলী টোকনের পথসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আহদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকনের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে আমদাহ ইউনিয়নের আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড: শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে পথ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম বাবলু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট খন্দকার আব্দুল মতিন, মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলী ইয়াসমিন, বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্র কমিটির সদস্য ও জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি শামীমা আরা হীরা ,ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ শরিফুল ইসলাম, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাজী সহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর থানা সভাপতি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নু, সাধারণ সম্পাদক ও বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল,শ্যামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন, ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বাইজিদ আহমেদ সুইট,জেলা আইনজীবী সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট আব্দুল আল মামুন রাসেল, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সম্পাদক তানভীর আহমেদ প্রমূখ।

মেহেরপুরে বাংলাদেশ কংগ্রেসের ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে বাংলাদেশ কংগ্রেসের ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। আজ শনিবার রাত সাড়ে ৭টা সময় মেহেরপুর জেলা শাখা কার্যালয়ে কেক কাটা ও আলোচনার সভার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কংগ্রেসের ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়।

কেক কাটা ও আলোচনার সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কংগ্রেস মেহেরপুর জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আল মাসুম সেখ, মুজিবনগর উপজেলা শাখার সদস্য সচিব মোঃ উজ্জল হোসেন, আমদহ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্য সচিব মোঃ শান্ত খান, বুড়িপোতা ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহবায়ক মোঃ সবুজ রেজা, আমঝুপি ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্য মোঃ রাজু আহমেদ ও মোঃ আবু সাঈদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোঃ আজম খান, মোঃ রহমত আলী, মোঃ আরিফুল ইসলাম, মোঃ জনি, মোঃ মিলন, মোঃ সোহাগ আলী, মোঃ সামি, মোঃ কায়েচ প্রমুখ।

দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বকুল আর নেই

মুজিবনগরে উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যানের তৌফিকুল বারী বকুল আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ শনিবার সকাল ১১ টার দিকে নিজ গ্রামে হঠাৎ অসুস্থ হলে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

তিনি দারিয়াপুর পশ্চিম পাড়ার সাবেক মেম্বার মরহুম জিনারুল ইসলামের বড় ছেলে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। সন্তান-

সন্ততির মধ্যে তার দুইজন কন্যা রয়েছে।

তৌফিকুল বারী বকুল মুজিবনগর আওয়ামী লীগের রাজনীতির বিশুদ্ধ মানসিকতার বিতর্কহীন রাজনীতিজ্ঞ। তিনি দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান, সাবেক ছাত্রনেতা, জেলা যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি, মুকুট ইট ভাটার স্বত্বাধিকারী ও জেলা ট্রাক মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তার অকালমৃত্যুতে রাজনৈতিক, জেলা ট্রাক মালিক সমিতি ইউনিয়ন ও দারিয়াপুর ইউনিয়নে চলছে শোকের ছায়া।

ছাত্র জীবনে তিনি দারিয়াপুর মাধ্যমিক স্কুল থেকে এসএসসি ও (সীমান্ত কলেজ) বর্তমান মুজিবনগর সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছিলেন।

মরহুমের জানাজার নামাজ দারিয়াপুর পশ্চিম পাড়া ঈদগাহ মাঠে আজ সন্ধ্যা ৭ টার সময় অনুষ্ঠিত হবে।

মুজিবনগরে সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের গণসংযোগ

আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে পুনরায় নির্বাচিত করে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে নৌকা প্রতীকে ভোট চেয়ে গনসংযোগ করেছেন মেহেরপুর ১ আসনের আওয়ামীলীগের (সাবেক) এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

বুধবার বিকেল থেকে তিনি কেদারগঞ্জ বাজার, বল্লভপুর, রতনপুর, বাগোয়ান, জয়পুর, তারানগর ও আনন্দবাসের এই গণসংযোগ করেন।

এ সময় তিনি সাধারণ জনগণের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড তুলে ধরেন এবং এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে আবারো আওয়ামীলীগ তথা শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় এনে তার হাত ধরে বাংলাদেশ কে বিশ্বের এক মর্যাদা পূর্ণ স্থানে আসিন করার আহ্বান

জানান।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ও আইলহাস ইউপি নির্বাচনে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ও আইলহাঁস ইউপির নির্বাচনে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন হয়েছে।

মঙ্গলবার নির্বাচন কর্মকর্তার অফিস কক্ষে প্রার্থীদের উপস্থিতিতে উপজেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা এমএজি মোস্তফা ফেরদৌস উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ১২ চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মাঝে প্রতিক বরাদ্ধ করেন।

নগদাহ ইউনিয়নে ৯ প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী, মোঃ হায়াত আলী (নৌকা প্রতিক), স্বতন্ত্র প্রার্থী দারুস সালাম(মটর সাইকেল প্রতিক), আলমগীর হোসেন (রজনীগন্ধা প্রতিক), মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (আনারস প্রতিক), মোহাম্মদ আতিকুর রহমান (ঘোড়া প্রতীক), আওয়ালুজ্জামান (আটো রিক্সা প্রতিক), মোঃ মিশর আলী (টেলিফোন প্রতিক), মোহাম্মদ এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল( চশমা প্রতিক), মোহাম্মদ আবুল হোসেন (টেবিল ফ্যান)

আইলহাঁস ইউনিয়নে ৩ প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী, মোঃ জাহিদুল ইসলাম বাদল (নৌকা প্রতিক) ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ বিল্লাল গনি (আনারস প্রতিক) ও মিনাজ উদ্দিন বিশ্বাস (চশমা প্রতিক)।

একই দিন উপজেলার ২টি ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনের মহিলা ২৩ জন ও সাধারণ সদস্য ৫১ জন প্রার্থীদের মাঝেও উপজেলা নির্বাচন অফিস বিভিন্ন প্রতিক বরাদ্দ করেন।

উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটানিং কর্মকর্তা এম, এ, জি মোস্তফা ফেরদৌস বলেন,নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তপশিল অনুযায়ী আগামী ১৬ মার্চ দ্বিতীয় ধাপে আলমডাঙ্গা উপজেলার ২টি ইউনিয়নে

শান্তিপূর্ণভাবে ও সুষ্ঠভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। সেই সাথে সকলকে নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলার আহবান জানাচ্ছি।

গাংনীতে কৃষক হত্যা মামলায় কৃষকলীগ নেতা আতিয়ার সহ ৮ জনের যাবজ্জীবন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা গ্রামের কৃষক এনামুল হক নইলো হত্যা মামলায় গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি আতিয়ার রহমানসহ ৮ জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক শহিদুল্লাহ আসামীদের উপস্থিতিতে এ রায় প্রদান করেন।

দণ্ডিতরা হলেন- ধলা গ্রামের ছইফতুল্লাহর ছেলে আতিয়ার রহমান, মহব্বত আলীর ছেলে ছামিদুল ইসলাম, রহমতুল্লাহর ছেলে শাহার আলী, শাহার আলীর ছেলে টিপু সুলতান, গোলাম হোসেনের ছেলে আব্দুল খালেক, আহম্মদ আলীর ছেলে আক্তারুজ্জামান, জার্মান ওরফে দফের আলীর ছেলে মান্নান ওরফে মানা ও আজিত বক্সের ছেলে জিল্লুর রহমান।

মামলার বিবরনে জানা যায়, ২০১৭ সালের ২৯ জুলাই সন্ধ্যায় ধলা গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে এনামুল হক নইলোকে পূর্ব শত্রুতার জেরে স্থানীয় নওপাড়া নবীনপুর ঈদগাহ ময়দানের পাশে হত্যা করে গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি আতিয়ারসহ ৯ জন। এ ব্যাপারে নিহতের ভাই আজমাইন হোসেন টুটুল বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নং ৩৪। সেশন ১৬৯/১৮ ও জিআর ২৪১/১৭। পরবর্তীতে মামলাটি সিআইডিতে স্থানান্তর করা হয়। সিআইডির উপ-পরিদর্শক হাসান ইমাম মামলার তদন্ত শেষে ৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট প্রদান করেন।

বিজ্ঞ আদালত বাদী বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর যুক্তিতর্ক ও ১৫ জন স্বাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যেককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে কৌশলী ছিলেন (পিপি) পল্লব ভট্টাচার্য ও আসামী পক্ষের কৌশলী ছিলেন একেএম শফিকুল আলম।

পরে দণ্ডিতদেরকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আ.লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে চার প্রার্থী মাঠে

মেহেরপুরে রাজনৈতিক অঙ্গনে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীরা বিভিন্ন সমাবেশ, গণসংযোগ, সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় শুরু করেছেন।

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে থেকে ৪ জন সম্ভাব্য প্রার্থী ইতোমধ্যে এসকল রাজনৈতিক কমূর্সচী শুরু করেছেন। তারা হলেন- জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য এম এ এস ইমন ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম।

কয়েক মাস ধরে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করে তৃণমূলে নতুন করে সাড়া ফেলেছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য ও সাবেক ছাত্রনেতা এম এ এস ইমন। তিনি নিজে এবং অনুসারারী মেহেরপুর-১ আসনের (সদর ও মুজিবনগর) সকল

গ্রামে বুকলেট বিতরণ করে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন চিত্র মানুষের মাঝে তুলে ধরছেন। বুকলেটে বর্তমান আওয়ামী লীগের সরকারের দেশব্যাপী নানা উন্নয়ন ও বিএনপি সরকারের উন্নয়ন নিয়ে তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন। খুব সহজেই আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্পর্কে গ্রামের সাধারণ মানুষ ধারণা পেয়ে যাচ্ছেন। প্রায় প্রতিদিন বিকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এম এ এস ইমনের অনুসারী নেতাকর্মীরা বুকলেট বিতরণের কাজ করছেন। মানুষের সুখ দু:খের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ কর্মীরা নতুন করে আশা জাগাচ্ছে।

বুকলেট বিতরণের উদ্বোধনী দিনে তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক চিত্রের পাশাপাশি বিএনপির সরকারের উন্নয়নের তুলনা করে এ বুকলেট তৈরি করা হয়েছে। যাতে করে সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্পর্কে ধারণা পায়। এবং একই সঙ্গে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকারকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। এ বুকলেট ভালোভাবে পড়লেই সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে পারবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি এ্যাড. ইয়ারুল ইসলামও কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ করে বেড়াচ্ছেন। তিনিও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চাইবেন বলে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, আমি মেহেরপুরের দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে থাকতে চাই। মেহেরপুরের মানুষকে সাথে নিয়ে উন্নয়ন করতে চাই। যতদিন বেচে থাকবো মনোনয়ন চাইবো। আশা নিয়ে থাকতে চাই। তবে দলীয় মনোনয়ন না পেলে নির্বাচন করবো না কিন্তু দলের পক্ষে নির্বাচনী মাঠে থাকবো।

কয়েক মাস ধরে মহিলা সমাবেশ ও দলীয় সমাবেশ করে নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন মহিলা সমাবেশ করে দলকে উজ্জীবিত করার কাজ করছেন।

এছাড়া কয়েকজন নেতা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চাইবেন বলে খবর পাওয়া গেলেও এখনো কোন ধরণের গণসংযোগ করতে দেখা যায়নি। তবে পরবর্তি

পর্বে সকল প্রার্থীদের নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা মিলে মেহেরপুর-১ আসন। ২০০৮ সাল থেকে এই আসনের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দখলে। ২০০৮ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন, ২০১৪ ও ২০১৮ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন।

নির্বাচনী হাওয়া নিয়ে ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক সংবাদ প্রকাশ আজকের পর্ব দিয়ে শুরু হলো। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন দলের সংবাদগুলো বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা হবে। (চলমান)

বিএনপি সফল চুরি ডাকাতি জঙ্গিবাদের ক্ষেত্রে

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন,এমপি বলেছেন, মেহেরপুরে বিশ্ববিদ্যালয় হবে, আমরা আইন পাশ করেছি। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সসড়ক সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। মেহেরপুর চেক পোস্ট পাচ্ছে, স্থল বন্দর হচ্ছে, শেখ রাসেল আইটি পার্ক হচ্ছে। আজকে সারা বাংলাদেশের একই চিত্র। মানুষ এসকল উন্নয়ন বিএনপি দেখতে পায়না। বিএনপি সফল হয়েছে জ্◌িঙ্গবাদের ক্ষেত্রে, চাঁদাবাজির ক্ষেত্রে, বিএনপি সফল চুরি ডাকাতির ক্ষেত্রে। চুরিডাকাতির জন্য গ্রামে মানুষ থাকতো পারতো না। এগুলো হচ্ছে বিএনপির সফলতা।

গতকাল শনিবার মেহেরপুর শহিদ ড. সামসুজ্জোহা পার্কে বিএনপি জামাতের নৈরাজ্য ও সহিংসতার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে সভাপিতর বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

যারা দেশকে ভালোবাসেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে তারা জানে দেশের উন্নয়নের কথা। তারা জানে বিএনপির গণতন্ত্রের কথা। বিএনপির গণতন্ত্র হলো সেই গণতন্ত্র যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে লুটপাটের মাধ্যমে দুনীতিতে দেশকে সেরা হিসেবে রুপান্তরিত

করেছিলো। যখন মীজা ফখরুলের মুখে মানুষ গনতন্ত্রের কথা শোনে মানুষ তখন আতঙ্কিত হয়। যখন বিএনপি বলে দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। দেশে উন্নয়ন হয়নি। তখন লোকজনকে প্রশ্ন করে তাহলে এই যে উন্নয়ন সারাদেশে এত ভবন হলো কিভাবে, তখন তারা বিএনপিকে মিথ্যাচারে দল বলে।

বঙ্গবন্ধুর নামে নামাঙ্কিত মুজিবনগর, আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। আমাদের বিকল্প শেখ হাসিনা, আমাদের একটি বিকল্প নৌকা। নৌকা যখন বিজয়ী হবে তখন মেহেরপুর-মুজিবনগরের উন্নয়ন হবে। তাই আসুন আমাদের মেহেরপুরের এই দুটি আসনকে নৌকাকে বিজয়ী করে মুজিবনগরের মানসম্মানকে ধরে রাখবো।

জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বারাদি ইউপি চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সামিউন বাশিরা পলি, নাজমুল হুদা, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস আলী, জেলা কৃষকলীগের সভাপতি মাহবুবুল আলম শান্তি, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহ জামান চৌধুরী।

সমবেশে জেলা, উপজেলা আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন

গ্রামে ইমনের বুকলেট বিতরণ

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন মূলক চিত্র তুলে ধরতে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে তরুণ রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের বুকলেট বিতরণ অব্যহত রয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শোলমারী, শুভরাজপুর, কুতুবপুর, রামদাসপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে তরুন রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের উদ্যোগে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বেলাল হোসেনের নেতৃত্বে এম এ এস ইমনের অনুসারীরা মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ, সোনাাপুর, মাঝপাড়া গ্রামে এ বুকলেট বিতরণ করেন।

বুকলেট বিতরণ ও গণসংযোগকালে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন ও প্রস্তুতি কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগ শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য প্রভাষক মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, শিশির অরুপ, আব্দুর রাজ্জাক, ফারুক হোসেন, সানা, ডন, আবুল হোসেন, ফারুক শেখ, ছাত্রলীগ নেতা ইব্রাহীম ইবু সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা অংশগ্রহন করেন।

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন বলেন, শেখ হাসিনার সরকারের সাফল্যগুলো প্রতিদিনই আমরা মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে সাবেক ছাত্রনেতা এম এ এস ইমনের তৈরি করা এই বুকলেটগুলো বিতরণ করছি। আমরা এই বুকলেচগুলো গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছি আগামী জাতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে আমরা প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। বিরোধী শক্তি যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে লক্ষ্যে আমরা প্রতিনিয়ত বুকলেট বিতরণ ও প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রসঙ্গত, ইতোমধ্যে এম এ এস ইমনের উদ্যোগে মেহেরপুর শহর, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, দারিয়াপুর, বাগোয়ান, মহাজনপুর ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর, বুড়িপোতা, আমদহ, আমঝুপিসহ বিভিন্ন গ্রামে বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।